আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, মুনলাইট গার্ডেন মিলনায়তন, সাহেব বাজার, রাজশাহী

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাজশাহী জেলার সাহেব বাজারস্ত মুনলাইট গার্ডেন মিলনায়তনে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলা থেকে স্থানীয় এনজিও, আইএনজিও প্রতিনিধি, ডোনার সংগঠনের প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তারা এবং জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল ইসলাম চৌধুরী।

রাজশাহী: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন, এডাব রাজশাহী আঞ্চলের সমন্বয়কারী কে এম ওবায়দুর রহমান জুয়েল, বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, এফএনবির প্রতিনিধি একেএম জাহিদুল ইসলাম, অক্সফাম কর্মকর্তা সুমন দাস, জেলা মহিলা পরিষদ সভাপতি কল্পনা রায়।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এরপরই সঞ্চালক কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল ইসলাম চৌধুরী দিনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি গ্রান্য বারগেন এর বিষয়বস্তু এ প্রক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এই গ্রান্ড বারগেনের মূল লক্ষ্য ছিলো স্থানীয়করণ। তিনি কর্মশালায় আলোচিত বিষয়গুলি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেন। কর্মশালায় গ্রান্ড বারগেন, চার্টার ফরচেইঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেস ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হবে এবং অংশগ্রহণকারিদের নিজেদের উদ্যোগে অনেক কিছু জানতে হবে। তিনি আরও যুক্ত করেন এখনকার এনজিও-সিএসওরা নলেজ লিডার না হলে পিছিয়ে পরবে।

রেজাউল করিম চৌধুরী রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সোসাইটি এই ত্রিমাত্রিক উপাদান এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন এই তিনটি অনুষঙ্গ ঠিকমত কাজ করলে সমাজ ভালভাবে কাজ করবে। সিভিল সোসাইটি-এসজিও রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে তৃতীয় ধারা হিসেবে নিজেরা স্ব-উদ্যোগী হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য সংসদ ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'আমাদের নাগরিক সমাজ সমাজের ইতিবাচক ভূমিকার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তাদেরকে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করছি। এই বিষয়গুলো আজকে সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা উচিত। আমি আপনাদের এই উদ্যোগে মতামত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তা সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আমি ভূমিকা রাখবো।

একেএম জাহিদুল ইসলাম

এফএনবির প্রতিনিধি একেএম জাহিদুল ইসলাম বলেন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার প্রক্রিয়ায় থাকার কারনে এনজিও সেক্টর এক ধরণের বাধার সম্মূখিন হচ্ছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এনজিওগুলো যেন যথেষ্ট ফান্ড পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। একটা দেশ উন্নত করতে হলে সরকার একা পারবে না। সরাকার, এনজিও এবং পাবলিক সেক্টর একত্রিত হলেই উন্নয়ন সম্ভব হবে।'

এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন বলেন. 'বারগেন সেখানে হয় যেখানে সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চলছে না। আর লোকালাইজেশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার মানে হচ্ছ বাংলাদেশে যে ফান্ড আসে তা লোকালাইজ্ড করতে হবে।' তিনি আরও বলেন. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে কাউকে বাদ না দেয়ার কথা বললেও যোগ্যতা না থাকার অজুহাতে তাদের বাদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় এনজিওগুলো যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। দেশে যে ফান্ড আসে সেখানে স্থানীয় সংগঠন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তিনি স্থানীয় সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, স্থানীয় সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি একদিনে হবে না, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। দাতা সংস্থার আউটস্ট্যান্ডিং এর পরিমানে বেশি হবার কারণে অনেক কাজ ছোট সংগঠন পাচ্ছে না, ফলে স্থানীয়করণ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর এর ফলে ছোট অনেক সংগঠন মূলত উন্নয়ন সহযোগী না হয়ে সাব-কন্ডাক্টিং এর কাজ করে। আর এর ফলে বড় সংগঠনের অধঃস্থন হিসেবে ছোট সংগঠনগুলো কাজ করছে। অবস্থার পরিবর্তন করতে ছোট সংগঠনের থেকে এই আলোচনা, দাবি-দাওয়াটা আসা উচিত।

অক্সফাম এর প্রকল্প কর্মকর্তা সুমন দাস বলেন, 'গ্রান্ড বারগেই এর একটি মূল ধারা হলো স্থানীয়করণ। অক্সফার্ম নৈতিক ভাবে এই চার্টারে স্বাক্ষর করেছে। নৈতিক যে দায়বদ্ধতা আছে সেটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব

আমাদের। তেমনি চার্টার ফর চেইঞ্জ বাস্তবায়নে গ্লোবাললি বেশ কিছু প্রয়াস হাতে নিয়েছে। এগুলো আমরা প্রকল্প বলতে চাই না, এটা আমাদের এক ধরণের প্রয়াস। ' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশে অক্সফাম চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে ফান্ড স্থানীয় সংগঠনের কাছে দেয়া যায় তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর অভিন্ন লক্ষ্য হবার কারণে কোস্ট ট্রাস্টের সাথেই আটটি বিভাগীয় কর্মশালা ও পররর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হবে।'

বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিচালক এবং স্থানীয়করণ বিষয়ক রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী স্থানীয় এনজিওগুলোর টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন করে তার বক্তব্যে স্থানীয় সংগঠনগুলো তহবিল সংগ্রহের রাজনীতি না বুঝলে তারা পিছিয়ে পরবে বলে মত প্রকাশ করেন।

প্রান্তিক আলোচনার পরে মূল কর্মশালার উপস্থাপনা শুরু হয়। প্রথমনেই কোস্ট ট্রাস্টের সহকারি পরিচালক শওকত আলী টুটুল কর্মশালার নীতিমালা ও মুল্যবোধ উপস্থাপনা করেন।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা:

উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমূহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

রাজনৈতিকি দল নিয়ে নিয়ে আলোচনায় পিএনএস এ জিয়া বলেন, এনজিওগুলো এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন করতেই পারে। আর রাজনৈতিকরণের মাধ্যমেও আমরা যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করছি সেটা করা সম্ভব। এর বাইরে রাজনীতির সাথে আমরা সম্পৃক্ত না থাকলে অনেক ধরণের কাজ করা যাবে না। যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমান আউটস্ট্যান্ডিং না থাকলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটর রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় না, আবার রেজিস্ট্রেশন না থাকলে মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনা করা যাবে না। তাহলে ছোট সংগঠনগুলো কিভাবে চল্লিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পৌঁছাবে। এজন্য সিএসও প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থাকা উচিত।

এর জবাবে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাজনীতি করা যাবে কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা যাবে না। আমরা কোন দলীয় এজেন্ট নই। আমরা সমতার জন্য রাজনীতি করছি, আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের রাজনীতি করছি, মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু আমরা কোন দলের লোক নই।

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

রাজশাহী শওকত আলী টুটুল

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরও ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grznd Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরও কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা

২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

আভাসের বাশার বলেন, লোকাল এনজিওর জন্য অনেক শর্ত দেয়া হয় যেগুলো আসলে পালন করা সম্ভব হয় না। জবাবে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন এটি গ্রান্ড বারগেইনেও আছে। ২০১৭ এ আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি। স্থানীয়ভাবে কোন এনজিও তৈরি হলে, এবং সেই এনজিওর লিডারের বাড়ি সেই এলাকাতেই হলে সেটি স্থানীয় এসজিও এবং ওই এলাকায় কাজ করতে হলে শর্ত পূরণ করতে না পারলেও সেই এনজিওকে কাজ দেয়া উচিত।

SNKS এর নজরুল বলেন, ছোট সংগঠনগুলোর সক্ষমতা না থাকায় অনেক আন্তর্জাতিক ও বড় সংগঠন নিজেরাই তহবিল সংগ্রহ ও সর্বোচ্চ পরিমান খরচ করে থাকেন। তাই সক্ষমতার প্রশ্নে অনেক ছোট সংগঠন হারিয়ে যাচ্ছে। এটা কি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেযা যায় যে, ছোট সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগীতা বড় সংগঠনগুলো থেকে সহযোগিতা পাবে। রেজউল করিম চৌধুরী বলেন, সক্ষমতা আপেক্ষিক। যেমন আন্তর্জাতিক এনজিও বলে থাকে স্থানীয় এনজিওর ইংরেজী ভাষার ব্যবহারে দুর্বলতা আছে কিন্তু অন্য দিক থেকে থেকে দেখলে আন্তরর্জাতিক সংস্থার বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে বাংলায় দুর্বলতা আছে। অন্যদিকে হিসাব রক্ষার দক্ষতা থেকে জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আপনাদের স্বক্ষমতা হলো আপনি স্থানীয়, আপনার জনসংযোগের ক্ষমতা আছে এগুলো।

চার্টার ফর চেইঞ্জ

উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

বরকত উল্লাহ মারুফ তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা
৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা
৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা
৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া

৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :

৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার
▪ ট্রিকল ডাউন	▪ সমতাভিত্তিক বণ্টন
▪ স্বল্প মেয়াদী ফল	▪ দীর্ঘমেয়াদী ফল
▪ দাতা সংস্থা চালিত	▪ সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
▪ নারী সমতা	▪ জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা
▪ কর্মসংস্থান	▪ মর্যাদাপূর্ণ কাজ
▪ অরাজনৈতিক সেবা প্রদান	▪ রাজনীতিই ক্ষমতা

দলীয় কাজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় যাতে তারা আলোচনা করে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেন।

দল ১: গ্র্যান্ড বার্গেইন-লোকালাইজেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সর্বোপরি সরকারে নিকট আমাদের কি কি প্রত্যাশা আছে, তা নিজেদের দলে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করা। এবং বড় দলে উপস্থাপন করে সবার মতামত নিশ্চিত করা।

রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা : দলীয় কাজ

দল ২: নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ও যাদের জন্য কাজ করছি তাদের প্রতি, দেশের আইন কানুনের প্রতি, এবং যারা তহবিল দিচ্ছে ও ব্যবস্থাপনা করছে (দাতা সংস্থা ও দাতাদেশের জনগণ, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও) তাদের প্রতি নিজেদের জবাবদিহি করার জন্য আমরা নূন্যতম কি কি করতে পারি। এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও উন্নয়ন করা।

দল ৩: স্থানীয় এনজিও- সিএসওদের মাঝে সমন্বিত ঐক্য তৈরি করার জন্য কি কি করা যায়? একটি সমঝোতা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও সমৃদ্ধ করা।

দল -০১ এর সুপারিশমালা:

১. এলাকার কাজ এলাকার স্থানীয় এনজিওকে প্রদান করা এবং তাদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা
২. সংস্থাসমূহের মধ্যে সম্পৃক্ততা এবং নীতিমালায় একাত্মতা । প্রয়োজনে যোগাযোগের অভার একটি বড় সমস্যা।
৩. করস্পন্ডেন্স সমূহ প্রঞ্জল বাংলা ভাষায় লেখা ও বাস্তবায়ন
৪. প্রকল্পসমূহ দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
৫. কর্ম এলাকায় ডোনারদের মধ্যে সমন্সয় সাধন
৬. স্থানীয় NGO দের ফান্ড বাস্তবায়নের সময় দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান
৭. ডোনারদের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় NGO প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ
৮. সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে চাঁদাবাজী ও তদবির বন্ধ করা
৯. একটি প্রকল্পের মধ্য দিয়েই জনগোষ্ঠীর চাহিদা ভিত্তিক সকল কাজ করতে দেয়া।
১০. সাবকনট্রাক্ট প্রথা বন্ধ করা
১১. জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা।

দল -০২ এর সুপারিশমালা:

১. প্রাতিষ্ঠানিক সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
২. কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সকলের জন্য প্রকাশ করা
৩. প্রতিটি কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করা
৪. প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের সময় উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা

৫. প্রকল্প/কর্মসূচির প্রতিবেদন/মূল্যায়ন স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা

৬. জনতার মঞ্চ বা জনতার মুখোমুখী আয়োজন করা

৭. প্রকল্প/কর্মসূচির উন্মুক্ত বাজেট প্রকাশ করা।

দল -০৩ এর সুপারিশমালা:

১. কার্যক্রম প্রণয়নে সকলকে অন্তর্ভূক্ত করা (যেমন পিপি তৈরি)

২. স্থানীয় ইস্যুতে সবাইকে সম্পৃক্ত করা

৩. সমতাভিত্তিক একটি কনসোটিয়াম - National NGO, স্থানীয় NGO এলাকা নির্ধারণ। INGO, NNGO, LNGO দের রোল নির্ধারন করা।

৪. স্থানীয় এনজিওদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে (প্রশাসন, INGO, NNGO)

৫. স্থানীয় এনজিওদের Vendor হিসেবে চিহ্নিত না করে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ভাবা।

৬. ব্যাবসায়ীদের অনুদান ও সামাজিক কর্মসূচি (সিএসআর) স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন

৭. অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র তৈরী করা (স্থানীয় ও জাতীয়)

রাজশাহী সমাপনী অধিবেশন

দলীয় উপস্থাপনার শেষে সমাপনী অধিবেশনে সকল জেলা থেকে আগত নারী নেতৃগণ মঞ্চে উপবেশন করেন এবং সারাদিনের কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষণ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে কর্মশালাটির শেষ হয়।

মতামত

অক্সফামের প্রকল্প পরিচালক সুমন দাস বলেন, স্থানীয় সংগঠনগুলো যেন মানবাধিকার সংকটে দ্রুত রেসপন্স করতে পারে তার জন্য তাদের স্বক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দাতা সংস্থাগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা ২৫% অর্থ সরাসরি স্থানীয় সংগঠনকে দিবে। গ্রান্ড বারগেইন এবং চার্টার ফর চেইঞ্জ এর স্বাক্ষরকারী সংগঠন হিসেবে অক্সফাম সারা বিশ্বে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো Empowering Local &

সুমন দাস

National Humanitarian actor. এই প্রকল্পের আওতায় অক্সফার্ম চেষ্টা করছে গ্রান্ড বারগেইন ও চার্টার ফর চেইঞ্জ এ স্বাক্ষারকারী সংগঠনগুলোকে কিভাবে রেসপন্স করা যায় তার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এর সাথে দেশব্যাপী স্থানীয়করণ ও গ্রান্ড বারগেইন নিয়ে প্রচারাভিযান করছে। যার ফলে স্থানীয় পর্যায় থেকে স্থানীয়করণ বিষয়ে এক ধরণের চাহিদা তৈরি হবে। ফলে স্বাক্ষরকী সংগঠনগুলো আরও বেশি দায়বদ্ধ হবে একই সাথে স্থানীয় সংগঠনগুলো আত্মমরযাদা নিয়ে কাজ করতে পারবে।

একেএম জসিমউদ্দিন

এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন বলেন, সংগঠন ছোট হোক বড় হোক তার এলাকার প্রতি দায়বদ্ধতা কতটা সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটাই একটা বড় ক্যাপাসিটি। বাইরের সংস্থা যখন কোন কাজ করতে এখানে আসে, এখানকার জনগণের প্রতি তার কিন্তু এক ধরণের দায়বদ্ধতা থাকে। কারন স্থানীয় সংস্থা স্থানীয় জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ তাই আন্তর্জাতিক সংস্থারও এক ধরণের দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই সরকারের যে মেটানিজম আছে সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একানেও আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন আছে। সরকারের সাথে এক ধরণের বারগেইনে যেতে হবে। সরকার আমাদেরকে যেভাবে রেগুলেট করছে সেভাবে আন্তর্জাতিক এনজিওর এটি থাকা দরকার। আরেকটি বিষয় হলো, আমার দেশের স্থানীয় সংগঠন যত কম খরচে কোন কাজ করতে পারে সেটি যদি বাইরের লোক দিয়ে করাতে চাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই খরচ বেড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো কৌশলগত কাজ করতে পারে, গাইনলাইন বা সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু অপারেশনের কাজগুলো স্থানীয় পর্যায়ে থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে কম খরচে অনেক বেশি মানুষের কাছে সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন

সিরাজগঞ্জের মানব মুক্তি সংস্থার মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন এনজিও ও দাতা সংস্থার পার্টারশিপ চুক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই কাগজের বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হওয়া ও প্রচার করা দরকার। কারন অনেকেই এ বিষয়ে জানে না বা কতটুকুই বাস্তবায়ন করতে পারবে সে বিষয়ে ধারণা থাকে না। যেমন আইএনজিও প্রোপোজাল আহ্বান করার পরে, প্রপোজাল জমা দেয়া, সেটার ভুল সংশোধন করা ইত্যাদি আলোচনায় ৫/৬ মাস চলে যায়। দেখা যায় যে প্রেক্ষাপটে প্রপোজাল দেয়া হয়েছে সেটি

মোহনা

আর বিদ্যমান নেই। হয়তো যার জন্য কাজটি করার কথা সে হয়তো এর মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। আর একটি বিষয়ে স্থানীয় কাজ করতে হলে স্থানীয় জনগণ কি চায় সেটাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

দিনের আলোর মোহনা বলেন, আমি হিজড় জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছি। অন্য কেউ এই বিষয়ে কাজ করলে সে পুরোপুরি বুঝবে না। আমি তাদের সমমনা একজন হওয়ায় আমার জনগোষ্ঠীর জন্য কি করা দরকার সেটি আমিই ভাল বুঝবো।

নূর-এ জান্নাত

স্বেচ্ছাসেবী বহুমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতি (এসবিএমএসএস) এর নির্বাহী পরিচালক ও রাজশাহী জেলার এডাবের চেয়ারম্যান নূর-এ জান্নাত দাতা সংস্থার জাবাদিহিতা নিশ্চিতকরণে বলেন, দাতাদের শর্ত মেনে আমরা প্রোপোজাল দেই, কিন্তু আমাদের কোন কথা বলার জায়গা থাকে না। আবার অনেকসময় প্রোপোজাল রিকেশনের চিঠিটাও আমরা পাই না। কি কারণে বাদ দেয়া হলো সেটাও জানতে পারি না। আমাদের কাছে যেমন স্বচ্ছতা আশা করেন, তেমনি তাদেরও কিছু স্বচ্ছতা থাকা উচিত। আমাদের কাজ ও হিসেব তারা যাচাই করছে কিন্তু তাদের কোনকিছুই আমরা জানতে পারছি না। আর সরাসরি ডোনারদের সাথে আমাদের তেমন যোগাযোগ করার সুযোগ থাকে না বললেই চলে। মধ্যস্থ কোন সংগঠন থাকে। এজায়গায় আমার মনে হয় স্বচ্ছতা থাকা উচিত।

আব্দুল লতিফ

পাবনার সাথিয়া কর্ণফূলী সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রধান নিবাহী মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, দাতা সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে আগে লোকাল সংস্থার স্বচ্ছতা বজায় রেখে, স্থানীয় চাহিদার প্রতি নজর রেখে তাদের সাথে বারগেইন করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়জনীয় প্রকল্প চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মধ্যবর্তী এনজিওর সাথে কথা বলার চেয়ে সরাসরি দাতা সংস্থার সাথে আলাপ আলোচন করতে পারলে এই সমস্যার কমে আসবে।

ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী

বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, আন্তর্জাতিক এনজিও বা উন্নয়ন সহযোগী যারা আছেন তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য দেশীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন কৌশল থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এটি অনুপস্থিত। এটি রাষ্ট্র করবে তবে এর জন্য দাতা গ্রহীতাদের স্বচ্ছতা ও একতা রাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে এই

কাজটি করতে পারবে। রাষ্ট্রকে তহবিল সর্বোচ্চ কার্যকর করার জন্য দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক ধরণের নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

তৌহিদা খাতুন কমলা

চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রদীপ্ত মানব ক্যাল্যণ সংস্থার নির্বহী পরিচালক তৌহিদা খাতুন কমলা বলেন, ছোট এনজিও হবার কারণে আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে হিসাব চাওয়ার ক্ষেত্রে ভায়ের মধ্যে থাকি। কিন্তু আমাদের যদি একটা ফোরাম থাকে সেখানে আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে জাবাবদিতিতা চাইতে পারি। মূল টাকা আসলে কতটাকা সেটা জানার অধিকার আমাদের আছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সরকারও অনুমতি নিয়েই এখানে আসেন। সেক্ষেত্রে সরকারেরও এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এগুলো নিশ্চিত করতে পারলে স্বচ্ছতা থাকবে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে তহবিলের একটা অংশ কেটে নেয়া হয় যার ফলে কাজ করতে সমস্যা হয়। আর সরকারও অনেক কাজ এনজিওদের মাধ্যমে করে থাকেন কিন্তু সেই মর্যাদাটা আমরা পাই না। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে সেই মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় আসতে পারবো বলে মনে করি। আর আজকে আমরা ডোনারদের স্বাক্ষর করা যে প্রতিশ্রতি দেখেছি সেগুলো নিয়ে আমরা ডোনারদের সাথে কথা বলবো এবং এই অনুযাই কাজ করার কথা বলবো।